সমকাল

তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৩ ...

উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও আসন সংকট

বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আসাদুল্লাহ

প্রভাষক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১৯২১ সালে বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে সব মিলিয়ে স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৬টি (সাধারণ চারটি, কারিগরি দুটি)। পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালে ১টি, ১৯৮৭ সালে ১টি, ১৯৯১ সালে ১টি, ১৯৯২ সালে ২টি, ১৯৯৮ সালে ২টি, ২০০১ সালে ৫টি, ২০০৩ সালে ৪টি, ২০০৫ সালে ১টি, ২০০৬ সালে ৪টি, ২০০৭ সালে ১টি, ২০১০ সালে ৩টি, ২০১১ সালে ৩টি ও ২০১৪ সালে ৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিছু কলেজ-ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। সব মিলিয়ে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে চালু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৫ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮০ (মঞ্জুরি কমিশন প্রতিবেদন-২০১৪)। এ ছাড়া আরও কিছু পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে প্রতিষ্ঠার পর্যায়ে। সুতরাং উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে একটা অগ্রগতি যে হয়েছে, সেটা ধরে নেওয়া যায়। যদিও শিক্ষার মান নিয়ে নানা মহলের নানাবিধ প্রশ্ন রয়েছে, তার পরও দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অস্বীকার করা যায় না। দেশে বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সিংহভাগই ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত, যা আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যপূর্ণ ও সুষম শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায় বিধায় উচ্চশিক্ষার ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক বিস্তৃতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওপর সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা উচিত। নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাইরে নবীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের স্বল্পতা, আবাসন সমস্যা, গবেষণার অনুকূল পরিবেশ না থাকা, অবকাঠামোসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হলেও বারংবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও জ্যেষ্ঠ শিক্ষক পাওয়া যায় না। সবকিছু রাজধানীকেন্দ্রিক হওয়া ও দূরের জেলাগুলোতে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকরা ঢাকার বাইরে যেতে চান না। জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের সংখ্যা কম থাকায় নবীন শিক্ষকদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত প্রশাসনিক ও একাডেমিক চাপ, পারিপার্শ্বিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক অসহযোগিতাসহ নানাবিধ কারণে সৃষ্ট সামগ্রিক পরিস্থিতিতে নবীন শিক্ষকদের নিজেদের পেশাগত উন্নয়ন করার ব্যাপারটা গৌণ হয়ে পড়ে। তাদের সামনে পেশাগত কোনো প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড না থাকায় দক্ষতার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ফলে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে, যা মানবসম্পদ উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকে, তবে জাতির মধ্যেই শিক্ষায় বৈষম্য থাকলে সেই মেরুদণ্ড শক্ত হতে পারে না

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংকট, উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও বিদ্যমান বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে নামসর্বস্ব নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এসব বিষয় কঠোর হাতে দমন করা জরুরি। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুমোদন বিষয়ে যথাযথ তথ্যানুসন্ধান করে ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অভিভাবকসহ নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের সচেতনতা ও সোচ্চার ভূমিকাই পারে এসব প্রতারণা রোধ করতে। এসব নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। মঞ্জুরি কমিশন বা সরকারেরও তদারকি বাড়াতে হবে

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান সঞ্চারণ ও নতুন জ্ঞানের উদ্ভাবন, সেই সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। তবে বর্তমানে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজন মেটাতে কতটুকু সমর্থ হয়েছে, সেটা বিবেচনাপূর্বক উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের দাবি রাখে। জনবহুল এ দেশে মানুষের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বাড়ার কারণে প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সিংহভাগের প্রত্যাশা থাকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। এ ক্ষেত্রে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে এটা স্পষ্ট, সবার সে প্রত্যাশা পূরণ হয় না। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দেশে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বিশেষায়িত (প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, টেক্সটাইল ও কৃষি) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাই বেশি। স্বভাবতই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয়ে পড়ার সুযোগ নেই। প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী বিষয়ের অনুপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করেছে। বেসরকারি প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। যদিও এর সিংহভাগই ব্যবসায় ও প্রকৌশল সংক্রান্ত। বাজারমুখী বিষয়গুলোই শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে সমাদৃত। কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও মৌলিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এর বাইরে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষার সিঁড়ি পার করলেও জীবনের সিঁড়ি তারা পার হতে পারে না। হয়তো এমন বিষয়ে পড়ে যার ব্যবহারিক চাহিদা প্রায় শূন্য। এভাবেই আমরা প্রতি বছর হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট তৈরি করছি। অথচ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, কোন খাতে কী সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট দরকার তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই আমাদের নেই। এ কথা সত্য, গত দুই দশকে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে; কিন্তু প্রতারণামুক্ত ও মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা গেছে– এমন দাবি যুক্তিসঙ্গত নয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংকট, উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও বিদ্যমান বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে নামসর্বস্ব নানা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতারিত করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এসব বিষয় কঠোর হাতে দমন করা জরুরি। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের প্রতিষ্ঠানের সরকারি অনুমোদন বিষয়ে যথাযথ তথ্যানুসন্ধান করে ভর্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অভিভাবকসহ নাগরিক ও শিক্ষার্থীদের সচেতনতা ও সোচ্চার ভূমিকাই পারে এসব প্রতারণা রোধ করতে। এসব নিয়ে ভাবা প্রয়োজন, মঞ্জুরি কমিশন বা সরকারেরও তদারকি বাড়াতে হবে। তাহলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে। গবেষণার অগ্রগতির পাশাপাশি নিত্যনতুন সমাজ বাস্তবতায় দেশ পরিচালনার বিভিন্ন দিকনির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যাশিত। কাজেই একুশ শতকের উপযোগী উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিনিয়োগের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিনিয়োগে জাতীয় বাজেটের শতকরা হারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা টেকসই করতে হলে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের বিকল্প নেই. পৃথিবীর কোনো দেশই শিক্ষায় বিনিয়োগ ব্যতীত এক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। অনেকের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার প্রদত্ত ভর্তুকি রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়। এ ধরনের মানসিকতার অবসান হওয়া উচিত। এটাও সত্য যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই; নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই অনেক ক্ষেত্রে সমাধান নয়। প্রয়োজন বিদ্যমান সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সেদিকে মনোযোগ দিলে কোনো সমস্যারই সমাধান অসম্ভব নয়

ashadullah.bd@gmail.com